সেই অন্ধকার চাই

BANGLADARSHAN.COM

বিষ্ণু দে

সেই অন্ধকার চাই

ঘন ঘন, বহুদূর-বিস্তৃত এবং জন্তুতে ভয়াল,
বহু সরীসৃপ, গুপ্ত হত্যার আড়ত, অন্ধকারে তীক্ষ্ণ অন্ধকার,
হিংস্র চিতা নেকড়ে আর হায়েনা, শেয়াল
বিশ্বাসঘাতক বহু জন্তুতে ভয়াল

থেকেছি সে-বনে, নীল আকাশ দেখিনি,
নিশ্বাসে টেনেছি ভিজা মাটির মস্তিতে
বাষ্পময় প্রকৃতির অসুস্থ বাতাস
যে-বাতাসে অন্ধকারে স্বভাবত ফুলে ওঠে গোখরো, ময়াল।

থেকেছি বুর্জোয়া বহু দেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে,
বহু জন্তু সরীসৃপ কাজ করে, করে বিকিকিনি;
দিবা-দ্বিপ্রহরে ঢাকে কালো ছায়া হৃদয়ে-হৃদয়ে
অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদীঘির লাল অন্ধকার।

BANGLADARSHAN.COM

অন্য অন্ধকার আছে? তা-ও চেনা, থেকেছি নিবিড়
ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষে ভয়ে
কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহাভিড়
লক্ষ-লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার।

থেকেছি সে-অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে;
সেই বনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক, সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল;
মৃত্যু নয় দীনহীন, আপতিক, নয় সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল॥

১১ ডিসেম্বর ১৯৫৮

পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি

অনেক শরৎ চেয়ে গড়েছি যে-ঘর
গ্রীষ্মের বর্ষার অন্তে বছর-বছর,
তোমার বাইশে আর আমার পঁচিশে
ভাবি, জোড়ে যাব দুই শতায়ুতে মিশে

আবার স্বপ্নও দেখি তৃতীয়ের মুখে
আজকাল, উভয়ত স্নেহের কৌতুকে।
শিশুর হাসিতে দেখি, কান্নায় চিন্তিত,
বাছার কি হ'ল, হই সর্বদা শঙ্কিত।
বর্তমানে আমাদের ঐকান্তিক সাধ
দিনে-দিনে বড় হোক ঘনিষ্ঠ জল্লাদ,
হাঁটি-হাঁটি পায়ে-পায়ে বাছার জীবন
পরিণতি পাক্, আহা যমই পূষন্!

BANGLADARSHAN.COM

জল্লাদকে কোলে তুলি, হৃদয়ের তাপে
কুঁকড়িয়ে ঘুমায়, সুখে ঠোঁট দুটি কাঁপে।
তোমার তেইশে আর আমার ছাব্বিশে
এক বছরের মৃত্যু প্রাণ পায় মিশে।
দিনে-দিনে অপত্যার্থে আয়ুর বিয়োগ,
তাইতেই আমাদের আয়ুর্বৃদ্ধি-যোগ॥

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬
পুনর্লিখিত– ৬ ফেব্রুআরি ১৯৫৯

সেই ভাষা

(আবু সয়ীদ আইয়ুবের জন্য)

সেই ভাষা ভালো লাগে সদা সর্বদাই,
যে-ভাষায় আকাশের আবেগ ঘনায়
নীলাঞ্জন অন্ধকারে বাহিরে ও ঘরে
দৃষ্টির আসন্ন বাষ্পে মায়াবী প্রহরে;
রাগে না কি অনুরাগে চোখের কোনায়
হঠাৎ বিদ্যুৎ চেরে, তারই ধর্‌তাই
হৃদয়ে উত্তাল বাজে বিরাট অম্বরে।

সে-ভাষায় আত্মদান করে পরস্পরে
চোখে-চোখে মুখে-মুখে একাত্ম আশ্লেষ,
সেই ভাষা ভালো লাগে, যখন আবেশ
ঘনঘটা ক'রে আসে বৃষ্টির আগের
মুহূর্তের মতো, যেন বিপ্লবী রাগের
সমস্ত আবেগ রুদ্ধ সংবৃত প্রহরে
যখন ইতর মিথ্যা নিলর্জ্জ ডম্বরে

ধূর্তেরা ছড়ায় জাল উদ্যত বিদ্যুৎ,
অথচ কোষেই বদ্ধ বজ্রের আঘাত;
কণ্ঠ স্থির, চোখে শুধু অগ্নিমেঘ জ্বলে,
সেই ভাষা ভালো লাগে নিষ্কম্প নিবাত
স্থিতপ্রজ্ঞ, তার পরে, নিয়মের বলে,
ছলে নয়, যদি মেঘে বর্ষেই প্রপাত,
তখন? তখন বটে মাতে পঞ্চভূত।

এ-কথা জানেন ভালো নাম্বুদিরিপাদ,
স্তব্ধতা সংহত তাঁর নির্বিবাদ স্বরে;
স্তব্ধ মেঘ বর্ষে সদা বলেছে প্রবাদ,
তাই পূর্বমেঘ ভালো, যেন বা রতির

BANGLADARSHAN.COM

বিষাদ নিরুদ্ধ হয় শিব-পার্বতীর
প্রেমের মূদ্রায় ক্ষিপ্র কুমার-প্রহরে,
উদ্ভাসিত নীলাকাশে বিম্বিত প্রসাদ॥

১০ জুলাই ১৯৫৯

BANGLADARSHAN.COM

তাকাবে জাগাবে

তুমি যে তাকাবে ফের আবার জাগাবে ঘুম তাতে
অনিদ্রার শিখরেও ছিল না সন্দেহ।
তাই তো ডুবতে পারি নির্ভয়ে তলায় অতল দীঘির জলে,
জানি আমি তোমার দু-হাতে ভাসে আলিঙ্গনে মন দেহ চৈতন্যের তলে-তলে।

আমি আশাবাদী বলো? আশা তো স্বভাবে,
প্রকৃতিতে, যেমন বৃষ্টিতে ঘর্মাক্ত কাদাতে দেখেছিলে ফুল ফোটে
ধোবানী দীঘির পাড়ে নান্নুরের বিচিত্র বাওবাবে।

আশা যেন নিকিতার অক্লান্ত সফরে
দেশে-দেশে ঘুরে যায় আশা শান্তি যাতে চিরতরে
আণব সমর কিংবা—এমনকি স্থানীয় লোকের মৌখিক বড়াই—
আর ঊরুতে চপেটাঘাত ক্ষান্তি মানে
দেশে-দেশে, ভালোয়, মন্দেও।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার তিব্বতি হিম গলবে আর কপিল গুহায়
বইবে গাঙ্গেয় ধারা, সে-বিষয়ে করি না সন্দেহ
অনিদ্রার শিখরেও।

দিন ওড়ে, উড়ুক না ধুলার চাদর,
গোধূলিতে কালবৈশাখীতে এসো তুমিই সম্বল স্বপ্নের সুপ্তির,
তুমিই তো সকালের হিম-হিম সুরে
তাকাবে জাগাবে ফের গোলোকচাঁপার গন্ধে॥

১ এপ্রিল ১৯৬০

এ কেবল ভাষার যন্ত্রণা

তোমার আঙিনা জুড়ে কেন আঁকি প্রত্যহ আলপনা,
কেন যে নিঃশব্দে কিংবা পল্লবিত নাম-সংকীর্তনে
প্রায় অষ্টপ্রহরের স্তব্ধতায় বাংলা আখরে
প্রাণের আহুতি জ্বালি হৃদয়ের অধরে-উত্তরে
আমার জাগর স্বপ্নে দ্বৈতছন্দে অদ্বৈত নৃত্যনে
—সে কি সৃষ্টিময় বৃদ্ধ স্বভাবের দুরন্ত কল্পনা?

প্রশ্ন কেন, কোথা শেষ? অন্তিমের নেই কোনো শেষ।
আদিরই বা উৎস কোথা, কেন খোঁজা অন্তেই নির্দেশ?
আমি আছি বর্তমানে, দীর্ঘায়িত ঐশ্বর্যে বিধুর
অপর্যাপ্ত স্মৃতিভারে তোমার জীবন্ত ব্যক্তিত্বের
স্তরে-স্তরে গ'ড়ে তুলি ভাস্কর্যের চিত্রল প্রেরণা
জরিষ্ণুর তীব্র হাতে শক্তি ঢালি সংহত চিত্তের।
তুমি কি অবাক, ভাবো, এ কেমন ভাষার যন্ত্রণা?

BANGLADARSHAN.COM

অশোক কি উদ্ভিদ মাত্র, পুষ্প যার তোমার শীধুর
প্রাণস্পর্শে ফোটে, যার বসন্তের অমর চেতনা?

১০ জুন ১৯৬১

হয়তো বৃথাই

হয়তো সে চেনে আমাকে মেঘের ছায়ায়,
হয়তো মোটেই জানে না শূন্য নীলে।
অথচ আমারই হৃদয় সে তনু কায়ায়
মুখের তন্ন তন্ন ছবিতে মিলে
উধাও নিত্য নাক্ষত্রিক মায়ায়।

হয়তো বৃথাই। হয়তো উপমা চিলে,
একার আকাশে উড়ন্ত হাহাকার।
কিংবা স্থিতিই যদি মেলে একবার,
সে বুঝি একটি সারস, চলনবিলে
একটি পা তুলে চাল দেখে দুনিয়ার।

তবু রোজ ভাবা সে যে কার ভারি পায়ায়
সন্ধ্যাতারাকে নামাব শিশির ঢেলে!

BANGLADARSHAN.COM

৩০ অক্টোবর ১৯৬১

সে কখনও

জীবন আরতি যার সে কখনো মৃত ইতিহাসে
প্রশস্তি খোঁজে কি ক-টা লাইনে বা কয়েক পষ্ঠায়?
যে সারা জীবন দেয় ভিক্ষু যেন হেবজ্র-নিষ্ঠায়,
সে কখনো ভোলে যশে জাদুঘরে অমৃতে বিশ্বাসে?

ভবিষ্যতে কার লোভে? হ্যাঁ, অতীত বীরভোগ্য বটে,
অতীতেরই গর্ভে স্তন্যে জন্ম বৃদ্ধি পায় বর্তমানে।
ভবিষ্যৎ যদি দেখি দেখি সেই গঠনসংকটে,
নচেৎ সর্বদা প্রেমে জীবনেরই আকণ্ঠ সম্মান॥

১৬ ফেব্রুআরি ১৯৬১

BANGLADARSHAN.COM

নিসর্গ-ভাষ্য

এখানে শুধুই পলাশের লাল লাস্য,
এখানে নেইকো খয়েরের কাঁটা বঞ্চনা।
উন্নয়নের নেই ফাঁকা পরিকল্পনা,
প্রকৃতি শুধুই পথ বেঁধে দেয় এখানে।
তাই নরনারী স্বচ্ছ অশ্রুহাস্য
সহজেই বাঁধে সাধারণ্যের সন্ধানে।

আর ভয় নেই, রূপসীর গ্রীবাভঙ্গে
চ'লে এসো হাতে হাত পেতে দাও রূপকে।
দীর্ঘকালের দ্বৈতাদ্বৈতে রঙ্গে
পক্ব প্রবীণ মিশুক নব্যযুবকে।
তোমার পায়ের কাঁটাগুলি তুলে হৃদয়ে
অনেক স্মৃতির পাতা গাঁথি স্মরবিজয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

নির্ভয়ে চলো এদিকে শুধুই নির্ঝর,
শ্যামল শষ্প, রৌদ্রে ও মেঘে মসৃণ
শিলার নিদ্রা, নীলাকাশ ঈশাবাস্য,
স্তব্ধ গানের ক্ষিপ্র স্রোতের রাতদিন
প্রহরে-প্রহরে তোমাতেই করে নির্ভর,
তোমার শরীরে নিসর্গ পায় ভাষ্য॥

৮ ডিসেম্বর ১৯৬১

বেয়াত্রিচে

আমিও সৌভাগ্যবশে তোমাকে দেখেছি বেয়াত্রিচে,
নববাসন্তীর কুঞ্জে নিজে পরিয়েছি গুঞ্জামালা
তোমার অমর কণ্ঠে, তৃতীয় স্বর্গের আলো-জ্বালা
নভোময় এ-হৃদয়; যদিও বেঁধেছি বাসা নিচে
বিপর্যস্ত পৃথিবীর তেপান্তরে চৌরঙ্গির পিচে
ছদ্মবেশী নরকের কোলাহলে বেসুর বেতালা,
যেখানে ভিখারী ম'রে গান করে জীবনের পালা
পাঁচতলায় যখন চলে টুংটাং পেয়ালা-পিরিচে।

আমিও শুনেছি দিব্য বিশ্বব্যাপী প্রেমের মহিমা,
দেখেছি নিজেরই স্নায়ুতন্ত্রে শুকতারার সংগীতে
তোমার ভাস্বর প্রেম আসমুদ্র সমস্ত মর্তের
সর্বজীবে মিলিয়েছে, তবু কেন লুব্ধ আবর্তের
প্রতিবেশী অট্টনাদ, তবু কেন শক্তির সংবিতে
শান্তি নয়, সখ্য নয়, চায় বিশ্বে চায় হিরোশিমা?

১০ ডিসেম্বর ১৯৬১

BANGLADARSHAN.COM

প্রশ্নপত্র

তার তুলনা কি চিরচেনা কলকাতা?

দুস্থ দিনের অসুস্থ রাত্রির
শহরে যেমন চ'লে যায় মন দূর
আকাশে বাতাসে মাঠের সচ্ছলতায়
ভিড় ঠেলে-ঠেলে হাওড়ায় রেলযাত্রীর
দুর্ভোগ স'য়ে, এই শহরে কি মাতা-
মাতি করে মন, প্রেমিক বা বন্ধুর
জন্যে যেমন করাটাই সংগত?
না কি এ-তুলনা ভাবছি দুর্বলতায়
জরা যেমনটি ভাবে যৌবনলোভে?
অথবা যেমন রাজনীতি যদি ডোবে
তখন অনেকে শেয়ারবাজারে ইষ্ট
প্রতিষ্ঠা করে অথবা দেখায় পৃষ্ঠ
বিপ্লবকে বা প্রতিক্রিয়াকে কেউ?

যতই আত্মজিজ্ঞাসা করে হেয়,
নিশ্চিত জানি ততই আমরা দু-জনে
যে-মানসলোকে বাস করি, তার শুদ্ধি
আমাদের সব শান্তি কেড়েছে অনুপম
একটি বিরাট শান্তির চির অস্থির
দিনরাত্রির স্বপ্নে। এ শুচি বুদ্ধি
জানি আমাদের ছেড়েছে মুষ্টিমেয়
মানুষের মাঝে যেখানে স্বেচ্ছাবশত
আনন্দ লাল আর নীলাকাশ জঙ্গম
হাজার চূড়ায়-চূড়ায় লক্ষ ঢেউ।
ভালোই জানে সে, আমাদের গাঢ় কূজনে

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্ব হাজার খুশি হাতে দেয় তাল।
তাই বুঝি তাকে পাশে খুঁজি অস্থির?
কলকাতা ফের গ'ড়ে দিতে হবে দু'জনে?

৩০ জানুআরি ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

এখানে

তবে যাও, যাবে যদি আসি ব'লে তবে
বসন্তের নির্মম গৌরবে।

এখানে অসীম ধৈর্য, পৃথিবীর মতো
সর্বংসহা বাঁচা অবিরত।
এখানে বিস্তৃত আয়ু, অভিজ্ঞ বৎসর,
হিমে-হিমে বায়ুস্তব্ধ ঘর।

যাও তবে পল্লবিনী লতার সঞ্চারে
যৌবনের সুললিত ভারে।

বর্ষা যবে মরুভূমি, যখন নিদাঘে
অশ্রুবন্যা স্বাভাবিক শাপ,
এখানে তখন যদি আসো ক্লান্ত মাঘে
হৃদয়ের গৌরীশৃঙ্গে, তৃষ্ণা যাবে সতীর ভৃঙ্গারে,
অন্ন দেবে নন্দী বস্ত্র পার্বতীর বাঘে,

দেবো আমি চিরস্থায়ী তুষারের বাহুবদ্ধ তাপ॥

৩ ফেব্রুআরি ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

কোনো পেত্রফ যেন পেত্রফার জন্য

তবু হার মানা নয়, ক্রন্দসীর জলে
সূর্য হোক ডুবুডুবু, তোমার আমার
আকাশে-আকাশে শুনি তরঙ্গ-আঘাত
সূর্যহীন তমসার, তবু বার-বার
ব'লে যাব—যতই না শূন্যে জলে স্থলে
যবনিকা মেলে ধরে মূর্খ অন্ধকার,
আলোর মহিমা দেখি অতল অপার।
তাই স্থির চোখে দেখি যত পদাঘাত
ধূসরের দাস করে শুভ্রকে কালোকে
সবই ব্যর্থ। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্থে বা রাত্রে
মধ্যাহ্নের অগ্নি রাখি যে রক্তিম পাত্রে
সে-হৃৎপিণ্ডে মুহূর্তের অসীম আকাশ
বহ্নিতে অতন্দ্র, প্রতি প্রাণীতে পদার্থে
যে দীপ্তির দিন আর রাত্রির আভাস
সে-বিদ্যুৎ রক্তে ধরি, মন্দকে ভালোকে
সূর্যঘট জ্বেলে জানি। আঁধারের স্বার্থে
এ-আলোর মৃত্যু কোথা? সূর্যাবর্ত ছেড়ে
সমস্ত আকাশ জুড়ে নয়নাভিরাম
চোখ বোজো, দেখ মুঠি-মুঠি আলো পেড়ে
তোমার হৃদয় ভ'রে আমিই দিলাম॥

৮ ফেব্রুআরি ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবীর নববধূ

পৃথিবীর নববধূ আজ প্রৌঢ়া সচ্ছল গৃহিণী,
তাই পরিণত মুক্তি বিলায় সে অকাতরে,
সাবালক আপন সংসার কর্তৃত্বে ঢাকে না
ছেলেমেয়েদের স্বত্বে সে বেঁধে রাখে না,
ছেড়ে দেয় নব-নব নিজ-নিজ ঘরে,
সাজায় যে যার ঘর, নিজেরাই করে বিকিকিনি।

হয়তো বা মায়া জাগে, মমতার ক্ষমতার লোভ,
কর্তার অভ্যস্ত কানে নিভৃত বিশ্রামে আলোচনা
মাঝে-মাঝে হয় না কি! তবুও দাম্পত্য-শান্তি
বিরাজে গৃহিণী আর কর্তার বপুতে, তার কান্তি
ছেলেরা পেয়েছে, আর একমাত্র কন্যা গোরোচনা।
অবশ্য আপদ আছে বিপদ অসুখ মনোক্ষোভ।

BANGLADARSHAN.COM

তবু ভালো লাগে এই পৃথিবীর সম্পূর্ণ যৌবন,
সন্তানেরা সবাই স্বাধীন অথচ স্নেহার্থী
যায় কাজে কৌতুহলে দেশে দেশান্তরে
নিজ-নিজ নব-নব ঘরে গ্রহে গ্রহান্তরে,
যে যার চিন্তায় সংসারেই মনোযোগী, অথচ সবাই প্রার্থী
পৃথিবীর সদ্ভাবের, সকলেই জনসাধারণ॥

১০ ফেব্রুআরি ১৯৬২

প্রশ্ন

সমস্ত নিসর্গে দেখি তারই প্রতিধ্বনি,
সমস্ত পাখির ডাকে ছবি আঁকে আমারই হৃদয়।
তারই জয়যাত্রার আলপনা কি দিল সূর্যোদয়,
ভাসাল সূর্যাস্ত তার কপালের সিঁদুরে সজনী?

পৃথিবী অচল নিত্য, নিসর্গের আয়ু অন্তহীন।
সেকালের সম্রাট ভিক্ষুক সব শুনেছে এ-দোয়েলের গান।
হৃদয় আমারো নয়, আমি জানি, কদাচ প্রবীণ।
অথচ সে অগোচর! না কি প্রতারক শুধু চোখ আর কান?

১০ ফেব্রুআরি ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

অঞ্জন ও রঞ্জনা

O namenlose Freude!

ভাবে, কলকাতাও অলৌকিক। সমস্ত জীবন, গোটা বিশ্ব
যেন দীপ্ত প্রথম উষায়–যে-প্রত্যুষে অভিন্নহৃদয়–
মানুষের প্রথম প্রদোষ, কারণ সময় ব্যেপে একটি বিস্ময়
সে তীব্র মুহূর্তে দিব্যমূর্তি, বোঝাই যায় না কে সমৃদ্ধ কে বা নিঃস্ব–
মুহূর্ত, না, বিমূর্ত সময়। অঞ্জনের মুহূর্ত-বা হয়তো ঘণ্টা
অবশ্য সন্ধ্যায় ধৃত, ক্লাস কিংবা আপিসের পরে,
ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে। দিনে-দিনে মাসে-মাসে একটি বছরে,
যখন হৃদয়ে–আর চোখ কান হাত সব-কিছুতেই সহিষ্ণু উৎকণ্ঠা,
সেই মৎস্যলক্ষভেদী পাণ্ডবের মতো, বিন্দুর আবেগে গতিহীন।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল উষা প্রাথমিক সৃষ্টির গৌরবে আর রঞ্জনার সলজ্জ সাহসী
মুখে এল প্রথম সূর্যের সোচ্চার বিস্ময়। জাহাজের স্টীমারের ধোঁয়াও রঙিন
আর কেল্লার র‍্যাম্পার্টস্ হ'য়ে গেল অলকার কুঞ্জবন আর রঞ্জনাও রক্তিম রূপসী।
জীবনে মৃত্যুতে মর্ত্য ভেদ মুছে গেল গঙ্গার সূর্যাস্ত স্রোতে;
অঞ্জন হারাল সত্তা অর্থাৎ জন্মাল, রঞ্জনার উপস্থিত অস্তিত্বে অবাক, সদ্য
সাবালক চৈতন্যের সত্যে দীপ্ত। হঠাৎ তাদের মুখে ভাঙা গদ্য
গান হ'য়ে পাখার ঝাপটে ছেয়ে দিলে কলকাতার মামুলি আকাশ
আরেক আলোতে।

অঞ্জন কি রঞ্জনার হাতে পেল নক্ষত্রের কম্পিত আভাস
কিংবা চেনা মুখে পেল সাত সমুদ্রের রহস্যের আকস্মিক কূল?
রঞ্জনা কি সেই রাত্রে শুনেছিল বাড়ির গঞ্জনা,
না কি তার মৃত্যুঞ্জয় বক্ষে ছিল সমুদ্রের ঝড়ের আশ্বাস?
অঞ্জনের ঘর, রাত্রি, সেই রাত্রে হ'য়ে গেল সম্পূর্ণ রঞ্জনা॥

১১ ফেব্রুআরি ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

দুঃস্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে

দুঃস্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে রাত যেন রাজবন্দীর শিবির
বুট আর ব্যাটনের বিভীষিকা পঞ্চাশ রকমে
স্নায়ুকে প্রহার করে, দাঁতে-দাঁত ব্যথায় বধির
নৈঃশব্দ্যের ব্রত রাখা মূর্ছিত আক্রমে।

অথচ দিনেও নেই জীবিকার আনন্দনিশ্বাস,
দৈনন্দিন রুজি দাগী আসামী বাজারে,
অথবা বলতে পারো ব্যাপ্ত মুক্ত হাজতেই বাস
প্রত্যহই ক'রে যাব আমরা কি হাজারে-হাজারে?

সে কোথা স্বাধীন দিনরাত সুখী স্বপ্নের শিখরে
কর্মের আনন্দে হয় একাকার বাহিরে ও ঘরে!

১৫ ফেব্রুআরি ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

শবরী

অপ্রাকৃত শিল্প যবে মূর্তি পায় জীবন্তে, বাস্তবে,
তখনই নন্দিত মন বাঁধে তাকে স্মৃতির শাশ্বতে।
চৈত্রের সন্ধ্যার কবে তাঁবু ছেড়ে রুপালি গৌরবে
বেরিয়ে দেখেছি তাকে—শবরীকে, হিরণ-সৈকতে,

কোয়েলের পাড়ে-পাড়ে সে চলেছে, তাম্রঘট দেহে
আলোর কত্থক কিংবা লোকনৃত্যে অন্য কোনো দোলা,
প্রকৃতির প্রিয় যে সে, খুলে পড়ে সামান্য মেখলা—
জলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জল ওঠে অঙ্গ বেয়ে স্নেহে!

সম্ভবত শবরীও প্রকৃতির আত্মীয় প্রজ্ঞায়
জেনেছিল আছে তার নির্বিশেষ বিমুগ্ধ দর্শক—
সেও নৈর্ব্যক্তিক, নগ্ন, বিমূর্ত সে সৌন্দর্য-সংজ্ঞায়
তাকাল, ছিটাল জল, যেন সেও নিজে সমর্থক।

BANGLADARSHAN.COM

জানি সেই সমর্থনে প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ,
সেই উৎসেই শুদ্ধ সব সৌন্দর্যের মৌলিক বসতি,
কাব্য চিত্র ভাস্কর্যের যা-কিছু পরম শুভক্ষণ
সবই সেই লীলায়িত চেতনার চূড়ান্ত প্রগতি।

শবরীর স্নান কিংবা খেলা দেখে চলেছি তাঁবুতে—
রুপালি পূর্ণিমা আর বালির সোনায় ক্ষিপ্র জল
ধাতুর সংহতি পায়। আজও দেখি সে-অষ্টধাতুতে
বন্য প্রকৃতির তাম্রকন্যা জ্বলে বিমূর্ত উজ্জ্বল॥

১৬ ফেব্রুআরি ১৯৬২

জঙ্গলে তাঁবু

চতুর্দিকে প্রাণী, প্রেম, যৌবনের বীজকম্প্র তাপ!
যুগল গোখ্‌রো দূরে রেখে চলে নিরাপদ জলে।
গতিরুদ্ধ। স্বচ্ছ স্রোতে কোন্ নারী সমর্থ সন্তাপ
আশ্লেষে ডোবায় কোন্ যুবা-পুরুষের কোলে পেশলে কোমলে।

পার হ'য়ে উঠে দেখে বর্তুল পলাশঢাকা টিলা,
বৈদেহী ভাবনার পক্ষে উপযুক্ত শুদ্ধ শান্ত স্থির।
হঠাৎ কী ডাক ঝোপে বিলম্বিত বসন্তগৌরীর!
যেন বা লছিমা ডাকে, মেতে ওঠে সমস্ত মিথিলা।

তাঁবুর আশ্রয়ে ফেরে, তাস খেলে ক-টি অফিসার,
কারো বাড়ি আছে কারো নেই, সব জীবনে উন্নতি
চেয়েছে অব্যর্থভাবে, পেয়েছেও। সে-জিজীবিষার
নেই জীবজগতের সৃষ্টিময় জীবন্ত দুর্মতি॥

BANGLADARSHAN.COM

১৬ ফেব্রুআরি ১৯৬২

চিনবে তুমি তাকে

তাকালে স্পষ্টই চিনবে তুমি তাকে।
আপন আশ্বিনে জ্যোৎস্নাময়ী আলো
পরুষ পুরুষের অন্ধকারে সে তো
ঢেলেছে শ্রাবণের জোয়ার ভরা ডাকে,
পেয়েছে ভালোবাসা, বেসেছে সেও ভালো।

মালিনী নয়, বৃথা বন্ধ দ্বারে সে তো
দেয় না নাড়া, সে যে প্রাণের মহা-দায়ে
প্রেমের দায়ে তার, দয়িত ভীরু মুখে
নিমীল দুই চোখে চরম কথাখানি
ফোটাল কেতকীর ব্যথিত খরসুখে,
না কি কদম্বের পুলক সারা গায়ে,

ছড়াল দুরুদুরু পরম কথাখানি
প্রথম পুরুষের পেশল বাহু ঘেঁষে
যেই না শুনল সে? সে কোন্ বিকালের
ক্রান্ত ইতিহাস রয়েছে তাই ভেসে
এখনও দুই চোখে। যেন বা বিপ্লবে
দু-বাহু ধরেছে সে স্বয়ং ত্রিকালের।

গরম শহরের গ্লানির পরে যদি
তাকাও তার দিকে, মনটা খুশি হবে,
এবং রুটিনের প্রাজ্ঞ অভ্যাসে
দেখবে যৌবন মধুর গৌরবে
তোমারও মনে রয়, একই সে প্রত্যাশে
এদের আশ্বিনে শ্রাবণে এক নদী॥

২১ ফেব্রুআরি ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

এদের যে মনে হওয়া

মনে হ'ল, কেউ নেই, বিশ্বময় সমৃদ্ধ শূন্যতা,
তারা একা, মুখোমুখি, পরিপূর্ণ তারাই দু-জন।
অথচ মনেও হ'ল, জলস্থল, আকাশ, মানুষ
সকলেই তলে-তলে মনোযোগী, তাকায় তাদের দিকে সমস্ত ভুবন।

ছেলেটির মনে হ'ল, মেয়েটিরও মনে হ'ল তাই।
এই মনে হওয়াটাই বোধ হয় দেবার-নেবার
হাতে-হাতে সারা বিশ্ব ব্যেপে মহা-ইন্দ্রধনু গড়া–
কিংবা ভিন্ন উপমায়–এর-ওর শারীরিক মানসিক ক্যান্টিলিভার।

এদের যে মনে হওয়া, বিস্ময়, পুলক, অনন্যতাবোধ,
ঘনিষ্ঠের নবজন্ম, চৈতন্যের আদিম তীব্রতা–
এই সব স্তম্ভে-স্তম্ভে ইস্পাতের জোড়ে-জোড়ে বাঁধা তাই দেখি
পৃথিবীর, প্রকৃতির দীর্ঘ জয়যাত্রার ক্ষিপ্রতা।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষণস্থায়ী? হ'তে পারে। এদেরই একাগ্র দ্বিজ দিব্য আত্মস্থতা
ঈশ্বরের কাছে মর-মানুষের আপাতত মৌল ঋণশোধ॥

২১ ফেব্রুআরি ১৯৬২

দুইকে এক

যায় সে, যাওয়া নয়, চৈত্ররাতে
যেন বা হাওয়া দেয় অধরা হাওয়া,
অদূর সাগরের সজল মাধুরীতে
যখন মেশে সারা দিনের উষ্ণতা।

চলা তো চলা নয়, পয়লা আষাঢ়ের
ধারার পরে যেন স্বচ্ছ হাওয়া,
হাওয়ায় ভাসে যেন গানের অশরীরী
পিলু বা খাম্বাজে বিধুর হাওয়া।

সে আজ পেয়েছে কি অঙ্গীকার কারো,
মুখের অথবা কি মৃদু হাতের?
পুলকে নীল জল তার হৃদয় তাই,
আকাশে ওড়ে লঘু সারা শরীর?

BANGLADARSHAN.COM

একাই চলে বটে, সঙ্গে তবু তার
হাওয়ার সঙ্গীকে রাত্রে আনে
এককে দুই করে প্রতিটি শ্বাসে
দুইকে এক প্রতি পদক্ষেপে॥

২১ ফেব্রুআরি ১৯৬২

অতীত যদি ভুল

সমস্ত অতীত যদি ভুল বলো, তাহ'লে কী থাকে?
বর্তমান চড়া-পড়া, প্রতিবিপ্লবের মতো ভবিষ্যৎহীন।
তোমার যাওয়া কি সত্য স্বল্পকায় সম্প্রতির পাঁকে,
আর মিথ্যা দীর্ঘ দ্বৈত অদ্বৈতের সব রাত্রি দিন?

অভিযোগ কার কাছে? তর্কে লাভ? কে শোনে নালিশ?
সত্য আর মিথ্যা যদি এক হয়, তবে কি সে মনে
স্মৃতির বন্ধন দিয়ে হাড়ভাঙা শূন্যকে মালিশ
ক'রে কিছু স্বস্তি আছে? যে-শূন্যতা কোনো বিশেষণে

কিছুই বোঝানো যায় না, শুধু জানা: সর্বক্ষণ, গোটা আয়ুষ্কাল
তুমি নেই, অথচ তুমিই ছিলে রক্তে স্রোত গহিন উত্তাল॥

২৩ ফেব্রুআরি ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম-দ্বিতীয়

বোঝেনি সে প্রথম যৌবনে, অন্তত সে আজকাল ভাবে তাই,–
এমনও তো হয়, কাক-জ্যোৎস্নাতেই কাক ডাকে ভুলের ভোরাই?

আজকেই যৌবন সত্য,–এমনও তো দেখা যায় যখন কুয়াশা
এক-আধ দিন বেলা আটটায় কাটে, তবে সূর্য ওঠে, তাহ'লে দুরাশা

মাত্র কেন তার পঁয়ত্রিশে যৌবন? অথচ মেলাও, দেখবে মিলবে লক্ষণ,
হৃদয়ে শরীরে সদ্য পুলকের ধরনটা বিশ-বাইশের মতো লাগে সর্বক্ষণ।

তুলনা? তা তুলনাও ওঠে বৈকি থেকে-থেকে–মন বড় ভয়ানক–মনে, অগোচরে,
অবশ্য প্রথমই হারে, দ্বিতীয়ই জেতে, টানে রোমাঞ্চিত উত্তাল সাগরে।

ভেবেছে অনেক, কোনটি যে ভ্রান্তি? এ কি দিনগত অভ্যাসে ধিক্কার?
তাই কি স্নায়ুর উদ্দীপনা প্রয়োজন, তাই হৃদয়ের অভিজ্ঞ দীক্ষার?

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যায় জানলা ধ'রে একমনে ভাবে, অন্যমনা খোঁপাবাঁধা চুলে
আঙুল বুলিয়ে ফের লোহার গরাদ ধরে লতায়িত পাঁচটি আঙুলে।

ভাবে দ্বিতীয়ই আসলে প্রথম, ভাবে দ্বিতীয়ই এক অদ্বিতীয়,
ওর জীবনের সত্য। যোগ-বিয়োগের শূন্যে বিভাজ্য নির্ভুল নয় কি ও?

৩ মার্চ ১৯৬২

ভাবি যন্ত্রণায়

আমি ভাবি, অনেকেই ভাবি যন্ত্রণায়
মিথ্যাই কি সত্য আর সভ্য চিরকাল?
মৈত্রী, প্রেম, বুদ্ধি কেন দুস্থ যন্ত্রণায়
মৃত্যুর তর্জনে অপহননের শাপে সর্বত্র নাকাল?

সেকালে মানুষ নাকি আগ্রহের আদিম সংশয়ে
আলিঙ্গন ছেড়ে যেত হিংস্র তেপান্তরে।
আজও কি সে জীবনের মননের গৃধ্নু পরাজয়ে
চ'লে যায় উন্নতির চতুর দপ্তরে?

৫ এপ্রিল ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

ওরে বাছা

প্রেম তো গোমস্তা নয়, হৃদয়ে কি গদির সরকার
লগ্নিতে ভরবে ঘর? কোনো অর্থনীতির দালাল
বলে যদি, ভুল বলে। বাজারের বুদ্ধির বখরার
অভ্যাস চলে না প্রেমে। প্রেম সর্বহারা মহাকাল,
নিত্য বিভূতিতে তার লাভক্ষতি জলাঞ্জলি দিয়ে
সে যে নাচে প্রতিদিন পার্বতীর চোখের বহ্নিতে।
সে-আগুন তোমাদের বাহুবদ্ধ লাজাঞ্জলি নিয়ে
দেখ দেখ জ্বলে ষড়ঋতু বর্ষে একটি ভঙ্গিতে।

দিয়ো না সামান্যে মন; অসামান্যে, বিরাটে, বিপুলে
তোমাদের সত্তা পায় তার সত্য, মর্যাদা চরম।
সে-ঐশ্বর্য খাতা কোথা? তুচ্ছ খর দৈনন্দিন ভুলে
তুলো না খনিজ অণু, হাঁকিয়ো না জলজ অ্যাটম।
ওরে বাছা, তার অন্ধ শক্তি ক্ষুব্ধ মত্ত বিদারণে
ওকেই কি একা হানবি? সব দগ্ধ সেই বিস্ফোরণে॥

৫ এপ্রিল ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

রাত্রি যায়, আসে

রাত্রে সে আসে না, শুধু বাগানের শিশির হাওয়ায়
গন্ধটুকু ভাসে।
রাত্রি কাটে অস্পষ্ট বিনিদ্র এক একাকী মায়ায়
দিনের প্রত্যাশে।

দিন কোথা? দিন নেই, দিন প্রতি রাত্রি প্রতীক্ষায়।
রাত্রি যায়, আসে॥

৬ এপ্রিল ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

নিকট বিকৃতি

অনেক সময় ঘটে ঐ রকম, কিছুটা দৃশ্যের
দোষ কিছুটা দৃষ্টির; তখন ফিরিয়ো চোখ দূরে
ব্যাপ্তিতে, বিস্তারে; সামগ্রিক দিগন্তের বৃত্তে ঘুরে
পরিপ্রেক্ষিতের হবে সংশোধন, তখন বিশ্বের
রূপ বৃহত্তর সামঞ্জস্য পাবে, নৈকট্যের ব্রণ
মুখশ্রীতে দেখতেই পাবে না আর, যত নিমীলিত চাও
অণুবীক্ষণে বা মোটা বিয়োগান্ত চশমায় তাকাও।

ঐরকম ঘটে বটে, ইতিহাসে, কখনো-কখনো
ব্যক্তিগত জীবনেও, তখন স্বামীকে কিংবা স্ত্রীকে
দীর্ঘদৃষ্টি হ'তে হয়, জীবনেরই জোড় মর্যাদায়।
তেমনি ইতিহাসে, কেউ কুকুর না উচ্ছিষ্ট-গাদায়,
কর্মী আর কর্তা জেনো আমরাই, কেউ নই ঠিকে
কিবা রুষে কিবা চীনে কিবা বাংলায়—ঠেকে শিখে
নিকট বিকৃতি ব্যাপ্ত দিগন্তে কি রূপান্তর চায়?

৮ এপ্রিল ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

রাবীন্দ্রিক সুন্দরের

বাড়ি ফিরি, জুতো থেকে অ্যাসফল্ট চাঁচি,
ভেজা গেঞ্জি কাচি, কাকস্নান করি চৌবাচ্চার জলে।
চিলেকোঠা তখনও আগুন, তখনও ছাদের টালি গলে
গায়ে-গায়ে বাড়ির গরমে তবু আকাশের ধোঁয়া দেখে বাঁচি,
চতুর্দিকে আঁস্তাকুড় কলকাতার বাড়ির আড়তে চোখ জ্বলে।

না, কালবৈশাখী নেই, মেঘ, হাওয়া, ঝড়, সমুদ্দুর,
সবই আজকাল মৃত, যতই না মর্মে-মর্মে আশাবাদী হই।
অসাড় চৈতন্যে তাই একফালি ছাদে একা-একাই ঝিমোই।
খাবারের ডাকে জাগি। বৃষ্টি বুঝি আসে ঐ উতলা বিধুর?
আমারও হৃদয়ে জাগে মেঘ, হাওয়া, বজ্রের মাভৈ,

জাগে সেই রাবীন্দ্রিক সুন্দরের বেদনার আনন্দিত সুর
আমারও শরীরে জাগে ছাদে-ছাদে নীল ধারাজলে॥

BANGLADARSHAN.COM

১২ এপ্রিল ১৯৬২

পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ

তবু দেখি দীর্ঘজীবী মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস,
যেখানে বন্ধুর অসংলগ্ন মৃত্যুময় পাথরের স্তূপ,
আর কাঁটা-ঝোপ, লতা, সংশয়, সন্ত্রাস
আকাশে মসৃণ আঁকে আগামী নীলিমা
সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তেও আলপনার পদক্ষেপে স্থির অপরূপ,
সেইখানে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে প্রত্যাশার সীমা।

তবু ক্রুদ্ধ দীর্ঘজীবী সূর্যের হুংকারে দেখি দূর
প্রান্তর, নদীর ছটা, খোদাই সবুজ শালবন।
অগ্নিময় রক্ত, স্নায়ু শূন্য রৌদ্রে মমতার তাপে
কেঁপে-কেঁপে সূর্যকেই ফিরে দেয় আলোর স্পন্দন।

দেখি পাহাড়ের নীলা গ'লে যায় স্ফটিক সন্তাপে
আর স্তব্ধ রুদ্ধ এক প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে অনাথ দুপুর,
কখন গোধূলিলগ্ন রাত্রি পাবে আর অবচেতন বিকাশ
কখন যে স্বচ্ছ হবে, নিদ্রিত নীরব হবে অস্থির নূপুর,
ভোরের বিভাসে পূর্ণ পরিণত শান্ত হবে
পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ॥

১৮ এপ্রিল ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমকে তৃতীয়কে

প্রেমের স্বতন্ত্র সত্তা, কে জানত যে এমন যন্ত্রণা!
এ-যন্ত্রণা কতকাল হবে বলো, প্রেয়সী, সইতে?
মাথা পেতে নেব তুমি যা দেবে গঞ্জনা,
যদি না ইচ্ছাই হয় না-ই এলে আমার অদ্বৈতে,
তৃতীয়কে করো তুমি পরিহার, ও উপ্‌রি ব্যঞ্জনা

অসহনীয় যে সখী আমাদের কাব্যের যমকে।
উভয়েরই বন্ধু প্রেম আমাদের মাঝে কথা কইতে
থাকে কেন ত্রিনয়নে খেয়ালের নানান দমকে?
মিলাও প্রেমকে প্রিয়া তোমার আমার এক দ্বৈতে,
কঙ্কণঝংকারে তাকে বশে আনো ঘনিষ্ঠ ধমকে॥

৩ মে ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

সনেট

আমি সময়ের দাস, তুমি চির পঁচিশ বছরে
অনন্ত যৌবনে স্থির, আর আমি চাল্‌শে কেরানী
বয়সের আপিসের, যত টান আয়ুর বহরে
ততই অস্থির মন, লক্ষ নয়া পয়সার কে জানি
আমাকে করেছে বশ, সে কি শুধু মৌল জিজীবিষা?

না কি তা কালেরই ধর্ম? তবুও তো জর্জর স্নায়ুর
থেকে-থেকে মতিভ্রম, যার ফলে নভোনীল তৃষা
হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন এক বৈশাখের প্রখর বায়ুর
হাহাকার তোলে, তবু জীবনের প্রত্যক্ষ দৈনিকে
ভুলে যাই তুমি আছ মৃত, না, প্রবল প্রাণময়!

যখনই সংশয় এই দুলে ওঠে ছ-টার ট্রাফিকে,
তখনই পথের লাল আলো পড়ে তোমার শরীরে
অনন্ত যৌবনে স্মিত, আমার সমস্ত দিন ঘিরে
পরিত্রাণ পায় সেই মুহূর্তেই সব অপচয়॥

৭ মে ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

সত্য উদ্ভাসিত হ’ল

সত্য উদ্ভাসিত হ’ল প্রিয়া কাল কৃষ্ণ অন্ধকারে,
একা কম্পমান রাত্রি স্তব্ধতায় শিয়রে বাজায়
নিজেরই হৃদয়স্পন্দ, বিনিদ্রের স্বপ্নকে সাজায়
তোমার জাগ্রত রূপে, থেকে-থেকে দেখে বন্ধ দ্বারে
কে বা করাঘাত করে, আরণ্যক দূর স্মৃতিভারে
তোমার অনুপস্থিতি ভুলে যায়, ভাবে যে-সন্ধ্যায়
পাশে ছিল সেই সন্ধ্যা পূর্ণ হ’ল রজনীগন্ধায়,
যেমনটি হ’ত হিয়ে-হিয়া-লাখো-যুগের সম্ভারে।

তারপরে তুমি এলে শুভ্র আভা, দেখি হরিয়াল
প্রতিবেশী গাছে-গাছে গেয়ে ওঠে উল্লাসে নিখাদে।
না কি রাত্রি ভোর হ’ল, তৃপ্ত স্মিত শুচি শুকতারা
নীলিম শিশিরে এ কি সাবিত্রীর পাণ্ডুর সকাল?
যেন সদ্য স্নান সেরে ঘরে ফেরো প্রেমের প্রসাদে
যে-প্রেমে প্রত্যেক দিন সূর্য ফেরে, ফেরে সন্ধ্যাতারা॥

৭ মে ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

যত দিন যায়

এও কি সম্ভব? যত দিন যায় ততই যন্ত্রণা
তীব্র হয়, ব্যাপ্ত হয়; বৃষ্টিহীন বর্ষার আকাশ
কেবলই রক্তাক্ত গানে এঁকে চলে প্রচণ্ড বর্ণনা,
তাই কি পশ্চিমে পূর্বে বুক চেপে নিস্তব্ধ বাতাস?

এই কি অবশ্যম্ভাবী? যতই না ঘৃণায় বয়স,
জীবনের তৃষ্ণা পায় তত ক্ষিপ্র তীব্র ব্যাপ্ত ব্যাস
যত পরিণতি যত সৈনিকের অভিজ্ঞ সাহস,
তত তীক্ষ্ণ মানবিক সম্ভোগের বিচিত্র সন্ন্যাস।

অজেয়ের হার নেই। ইতরতা, নির্বোধ কৌশল
হয়তো বা বিশ্বব্যাপ্ত, হয়তো বা স্বদেশে বিদেশে
আপাতত একচ্ছত্র একচক্ষু ধূর্তের শৃঙ্খল,
তবুও বিশ্বস্ত চিত্ত প্রতিবাদী আনন্দেই হেসে॥

BANGLADARSHAN.COM

২৫ জুলাই ১৯৬২

সে কেন

...but a post that dogs defile–Yeats

জবাব দেয় না, শুধু হাসে, অন্যমনে হাসেও না বুঝি।
অথচ তা অহংকারও নয়, শুধু চৈতন্যের সংহত বিহার;
যে প্রসার নৈর্ব্যক্তিক, যা আমরা শিল্পকর্মে খুঁজি,
যে গতিতে সৃষ্টি পায় স্থির বিন্দু নির্লোভ স্পৃহার।

অবজ্ঞা? কিন্তু তা কাকে? তার মন, তার কৃত্য দায়
শুধু আলো জ্বেলে যাওয়া রাজপথে শুভ্র দীপাধারে।
সে কেন দেখবে বলো চোরা কানা গলির আঁধারে
কোথা কোন্ কোণে ল্যাম্পপোস্টে কোন্ কুকুর কি নোংরা ছড়ায়?

২ আগস্ট ১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

মেটে কি এ-সাধ

বহুদিন দেখেছে সে, দেখে শুনে মেটে কি এ-সাধ?
বহুদিন দেখে-দেখে হ'য়ে গেল মরমী সাধক।

যেন কোনো দেবী আরোপিত হ'ল অতল অগাধ
আকাঙ্ক্ষার নীল জলে, বাইশটি বছরের দামিনী বা কামিনীতে
মুক্তিস্নাত ধুতে চায় হিরণ্যকমলে তার মানবিক সমস্ত পাতক।

সেই থেকে ইতিহাস সূত্রপাত, কিংবা শেক্সপিয়রী নাটক,
যেখানে মৃত্যুর অমাবস্যা প্রতি মধুযামিনীতে
একাকার, ক্ষণে-ক্ষণে উৎসারিত প্রচণ্ড আনন্দ আর নৈরাশ্য অবাধ।

অথচ কোথায় দেবী কোথায় সমুদ্র বলো! বাস্তব যে ক্ষুধার্ত পাবক।
রক্তের মাংসের সীমা ঘোচে অন্য কারো আরতিতে?

তাই সাজে পুনর্মানবিক, প্রতি সন্ধ্যাবেলা বৈঠকী স্তাবক।

BANGLADARSHAN.COM

অথচ যখন ওষ্ঠাধর কাঁপে আত্মদানে চরম সংগীতে
তখনই সে একা, আর সামনে হিম অন্ধ মূক বধির পাষাণ।

কারণ এ-সাধনা যে শুধু আত্মদান; প্রেম কবে প্রতিদান?
অর্থাৎ প্রেমের কাব্যে এক অর্থে কারো নেই কোনো অপরাধ॥

১৭ আগস্ট ১৯৬২

তখনই সে-প্রেম সাজে

এ বড় মজার কান্না, যেই যাই দূরে
নিরীহ অরণ্যবাসে নির্জন সপ্তাহ কিংবা এক মাস,
তখনই মানুষ—তা সে এ-দেশের কিংবা বিদেশের—
হৃদয়ে ঘনায় যেন প্রাচ্য বন কিংবা যেন শ্রাবণের আকাশ,
আর মানুষের প্রেমে আস্থায় আশায় ব্যাপ্ত সুরে
দীর্ঘজীবী গান শুনি।
তারপরে যেই আসি কর্মস্থলে ফের
কলকাতায়—না-হয় দিল্লিই কিংবা ভূভারতে যে-কোনো শহরে,
যেখানে জন্তুই নেই, গাছ নেই, অন্ধকার মরে
বিজলীর বিজ্ঞাপনে যন্ত্রণায়, জীবনের চলে বেচা-কেনা—
আর যত বাকি লোক দেখি তাই বিমূঢ় হতাশ,—
তখনই সে-প্রেম সাজে প্রাকৃতিক মানবিক ঘৃণা॥

BANGLADARSHAN.COM

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

ঝড়

আমারও ভালোই লাগে হাওয়া বৃষ্টি ঝড়
তবে ঝড় ধানক্ষেতে বা তেপান্তরে নয়,
ঝড় ভালো লাগে এই বাগানের সাজানো নিগড়
যখন কান্নায় ভাসে, উড়ে যায়, ভেঙে পড়ে সময়-সময়।

ঝড় ভালো লাগে এই সাজানো বাগানে যবে দোলে
জীবনে মৃত্যুতে দীর্ঘ রূপবান ইউক্যালিপটাস্,
অথবা ওদিকে ব্যাপ্ত দেওদার নিকুঞ্জ প্রায় ভোলে
আপন পার্বত্য শক্তি, ঝাউবীথি মেনে নেয় ঝড়ের সন্ত্রাস।

বিহ্বল আবেগে দেখি তিন দিকের জানলার ফাঁকে
সবুজের আন্দোলন আর শুনি নিজের স্নায়ুতে
অস্পষ্ট আনন্দদোলা বিক্ষোভের দমকে-দমকে বজ্র হাঁকে,
বিদ্যুৎ চমকায় বিশ্বে আর হৃদয়ের মৌসুমী বায়ুতে॥

BANGLADARSHAN.COM

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

মহা-নির্বাচন

সেও করেছিল বটে মানবিক মনীষার মহা-নির্বাচন–
জীবনে অর্জিত সিদ্ধি অথবা কর্মের।
ছেড়েছিল বেহেস্তের প্রাসাদের আশা, চেয়েছিল অভাজন
শিল্পের পরমোৎকর্ষ, রচয়িতা মননধর্মের।

মনীষার অনিশ্চিত অন্ধকারে সে কি থেকে-থেকে
যন্ত্রণায় ভেবে দেখে কি বা লাভ? ফুটা পকেটের
গর্তে হাত দিয়ে ভাবে নির্লোভ এ-সাধনায় পেকে
সোনালি ফল কি কিছু পেয়েছে সে পিঠের, পেটের?

জানি না, অবশ্য তাকে দেখে মনে হয়, তার ক্ষণিক বিষাদ
তলে-তলে মননের ভিতে-ভিতে জল দেয়, যার পাকা হাতে
তার ঘর, হাওয়া, আলো, আকাশের প্রকাণ্ড প্রাসাদ,
আবিশ্ব স্বাধীন হাওয়া নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, দিনে রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, সবই সত্য, তবুও সে আপন কর্মের,–
যে-কর্মে সাধনা সিদ্ধি হরিহর, অনিশ্চিতে প্রচ্ছন্ন নিশ্চিত,
সেই কর্মে মুগ্ধ তার গর্বের বিনয়ে আর তুচ্ছ হার-জিত
সে বুঝি মানে না তার মনোনিত ক্ষুরধার স্রষ্টার ধর্মের॥

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

আবার দেখি

আবার দেখি সবুজ চেনা বন,
ঘন চিকনে সরস আলো জ্বলে,
এ-মরকতে অন্য হীরা জ্বলে।
পাড়ের ঢালু ঘাসের পান্নায়
এ কার বোনা বাহার মসৃণ!

আবার বুঝি প্রাচীন দেহ-মন
প্রাণ পেয়েছে গ্রামীণ ঢলে-ঢলে,
নতুন ক্ষেতে রঙের স্বাদ জ্বলে,
প্রত্যহের আরেক কান্নায়
হাসিতে জ্বলে মাটির রাতদিন।

ক্লান্তি গেল, গেল ক্ষতের কোণ,
শরীর দিই ভাদ্রধোয়া জলে
ধুলার গ্লানি নদীর রাঙা জলে
তোমাকে ছেড়ে কখনও আর নয়,
অবগাহনে শুধেছি সব ঋণ।

আজকে সখী জরা ও যৌবন
নদীর জল একটি লালে চলে,
রুগ্ন জ্বালা জলের সমতলে
মিলায় দুই ডাঙার পান্নায়
দুই গ্রামের মিলনে মসৃণ॥

৯ জানুআরি ১৯৬৩

BANGLADARSHAN.COM

ধুলো পড়ে

এখানে সমুদ্র নেই, পশ্চিমের ধূসর শহরে,
জল নয়, ধুলো পড়ে, সকালে, বিকালে,
সারা রাত। ধুলো পড়ে, দুপুরের ঝড়ে
ঘরে ও বাইরে, পথে ছাতে জানলায় শার্সিতে
ধুলো ওড়ে, ধুলো পড়ে, পাতা নড়ে বটে, পড়ে ওড়ে
সারাদিন। রাত্রে শুধু ধুলো পড়ে, পাতাও নড়ে না।

তারই মধ্যে প্রাণের প্রতীক সুন্দরীরা, মধ্যে ক্ষামা
না হ'লেও কাঁধ-ছাঁটা পেট-কাটা জামার আশ্রয়ে
ঝকঝকে টকটকে মুখ দেখে প্রবল আলোতে,
ক্ষয়িষ্ণু মাটির দেশে পুরুর প্রাসাদে যত প্রাণের প্রতিমা
ধুলায় প্রাচীন পাণ্ডু আঁধিয়ার ধূসর আর্শিতে,
যায় যত বণিকের কত রাজনীতিকের বড়-বড় কেরানীর
চর্বচোষ্য খানাতে বা নিরামিষ ফল-ঘাঁটা পানাতে পিনাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ধুলো পড়ে ব্যবসায় কাজে কর্মে আয়ের খাতায়,
ধুলো পড়ে মগজে হৃদয়ে ধূর্ত, এমন কি সদ্য-সদ্য বইয়ের পাতায়!
এখানে সমুদ্র নেই জরিষ্ণুর জনপদে, ঊষর শহরে।
অথচ যখনই দিবা-দ্বিপ্রহরে কয়েক মুহূর্ত
চুপচাপ চেয়ে থাকি টিফিনের আগে কিংবা পরে,
চোখে ভাসে নীল জল, শান্ত স্নিগ্ধ তরল চঞ্চল
ঊর্মিল আবেগে আসে চৈতন্যের পাড়ে-পাড়ে
শীতল বিস্তারে ধুয়ে যায়, আসে পুনরালিঙ্গনে,

মনে-মনে ভিজে যাই মুক্তিস্নানে, শুচি নগ্নতায়।
এমন কি গরম হাওয়ায় নিশ্বাসে-নিশ্বাসে
সজল আশ্বাস পাই, যেন তাল-তমালের বনরাজি নীলা
ছায়া দেয়, এখানেও, দেহে মনে, এখানেই দেয়, আজই।
হয়তো বা প্রাচীন কালের সেই সমুদ্রের গণ্ডোয়ানা স্মৃতি
জাগে এই দগ্ধ দেশে, হয়তো বা আসে ধূলিমগ্ন দেশে

সমুদ্রের পরাক্রান্ত দূর ভবিষ্যৎ, দূর সজল আকাশ,
ভূগোলের বন্য রূপান্তরে আনে অন্য ইতিহাস।
আর, আমার চৈতন্য জেগে ওঠে সমুদ্র-শীকরে,
যেমনটি জাগে মহাবলী পঞ্চপাণ্ডবের রথ শতকে-শতকে,
অথবা যেমন ব্যাপ্ত কোণে-কোণে উষ্ণ স্নিগ্ধ
প্রাণময় সূর্যের মন্দির বাংলার সমুদ্রের দক্ষিণা বাতাসে।
রোমে-রোমে সমুদ্রের হাওয়া পাই কালদগ্ধ ধূসর শহরে॥

১১ ফেব্রুআরি ১৯৬৩

BANGLADARSHAN.COM

শীলভদ্র পঞ্চমুখ

অসহ্য যন্ত্রণা! সে কী স্পন্দে-স্পন্দে ব্যথায় বিক্ষোভে
শরীর ও মন হ'ল একাকার, চৈতন্যে প্রলয়,
জীবন্ত মৃত্যুতে বিশ্ব দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রাব্য সর্বময়
একটি ব্যথায় লুপ্ত। খুঁজি একমাত্র বরাভয়
অচৈতন্যে, আরামের মর্ফিয়ায় ঈথার-সৌরভে।

আজ সেই ব্যথা ফাটে শতমুখ ক্ষতের কুৎসিত
আরেক আরামে, না না, আরোগ্যের আরেক যন্ত্রণা
শব্দে স্পর্শে দু-চোখের উগ্রতায় ছেয়ে ফেলে জাগ্রত সংবিৎ,
হয়তো বা মনে হয় ভালো ছিল মর্ফিয়ারই জিত,
যাতে মনে হ'ত মন দেহযন্ত্র, নিজের যন্ত্র না।

(২)

BANGLADARSHAN.COM

'বেশি কিছু জানি না দেবদেবীর বিষয়ে, তবে মনে হয় নদী
এক বলীয়ান পাটল দেবতা—রুক্ষ, কিছুতে মানে না পোষ এবং অচালনীয়
একটা মাত্রার মধ্যে সর্বংসহা, প্রথমে সীমান্তরূপে গ্রাহ্য,
কার্যকর, তবে নির্ভরের যোগ্য নয়, বাণিজ্যের বাহক হিসাবে ;
তারপরে শুধুমাত্র সেতুবন্ধ, স্থপতির পক্ষে সমস্যা বিশেষ।'

কিন্তু শুধুই কি তাই? সেতুবন্ধের পরেও অনেক সমস্যা আছে,
বৃষ্টি আছে, আবার আকালে অনাবৃষ্টির আষাঢ়ে নদী সাজে
পাটল দেবতা কিংবা শ্বেত কিংবা পীত বা পিঙ্গল
মরুভূমি, মারী আনে, ওলাবিবি সাজে অথবা শীতলা
তারপরে আবার হঠাৎ হ'য়ে ওঠে রণচণ্ডী,
পাহাড়ের ধস্ ভেঙে স্রোতে প্রবল প্রলয়।
নদীর সমস্যা অন্তহীন সর্বদাই; কখন কোথায় তার
বাঁধ দিতে হবে কোথায় বা খাল কেটে, কুমির না, শস্যের সেচন
এনে দিতে হবে প্রতি ক্ষেতে-ক্ষেতে গ্রামে-গ্রামে কোথায় বা
জ্বালতে হবে বিদ্যুতের সমান সুযোগ ঘরে-ঘরে
গ্রামে ও শহরে ভূতপত্রীর দেশে এই শ্মশানকালীর মাঠে।

নদীর সমস্যা বহু। সর্বদা জাগ্রত দৃষ্টি চায়
পাটল দেবতা তার একচক্ষু মেলে, পাটল বা শ্বেত কিংবা পীত,
চায় আমাদের সবাকার, যেমন চাইত সেকালের জাগ্রত দেবতা;
পাছে লোকে ভুলে যায়, তাই ঋতুতে-ঋতুতে রাগে অনুরাগে
প্রাকৃতিক নিয়মে—বা অনিয়মে। সপ্রতীক্ষ, পাহারায় সপ্রতীক্ষ,
পাছে যন্ত্রের পূজারী লোকে, আবিষ্কর্তা, অধিকর্তা, দাস, ভুলে যায়
যান্ত্রিক অভ্যাসে, যান্ত্রিক তত্ত্বের অহংকারে, ভুলে যায়
পঞ্চমুখ, উভবাহু, একচক্ষু বধির তত্ত্বের যান্ত্রিক অভ্যাসে।

অথচ এ-নদী বয় আমাদের অন্তরে-অন্তরে, আমাদের ব্যক্তিগত
এককে ও সাধারণে, অবচেতনে, প্রকাশ্যে, রক্তে, স্নায়ুতন্ত্রে, আবেগে, চিন্তায়
আমাদের ভিতরে ও চতুর্দিকে নানারূপে মহানদী, আমাদের
চতুর্দিকে সমুদ্র, নীলাম্বুরাশি আমাদের চৈতন্যে-চৈতন্যে,
দ্বীপে উপদ্বীপে, দেশে-দেশে, মহাদেশে, কারণ ভূখণ্ড সবই
মহাদ্বীপ ছাড়া কিছু নয় এই আসমুদ্র পৃথিবীর; তারই তটে-তটে
ওঠে নানাবিধ প্রাচীন আদিম জন্তু, নানাবিধ মানব সভ্যতা,
ওঠে পশুপাখি মাছ বহু সরীসৃপ অজগর,
মৃত, সমুত্থিত অথবা মরিয়া জ্যান্ত; এবং শুধুই
প্রাচীন আদিম নয়, আধুনিকও, যা মার্ক টোয়েন বা টম
এলিঅটও দেখেছেন মিসিসিপি মিসুরিতে, বোঝা-বোঝা মড়া,
নিগ্রো শব, গরুমোষ, মোরগমুর্গির ঝাঁকা, দূষিত আপেল আর আপেলে দংশন,

যা আমরাও দেখি গ্রামে-গ্রামে, দেশে ঘরে কিংবা দূরে সিন্ধুতে গঙ্গায়
ব্রহ্মপুত্রে, দুঃখে শোকে যন্ত্রণায়, উদ্‌ভ্রান্ত চিৎকারে, মনের শ্মশানে
এবং শ্মশানব্যবসার লুব্ধ ডাকে চতুর বা আন্তরিক হাহাকারে।
সমস্ত মানবধর্ম জ্ঞান ও বিজ্ঞান ছারখার হ'য়ে যায়
ভুলে যাওয়া নদীর আক্রমে প্রকাশ্য আঘাতে কিংবা প্রচ্ছন্ন ব্যাধিতে;
সত্যের আধিতে, সব তথ্যের আঁধারে বা তার চেয়ে ভয়ানক
আলো-আঁধারিতে ধাঁধায় ধাঁধায় সব তত্ত্বের প্রলয়ে।

নদীর নির্মম নির্বিকার ইতিহাস আমাদেরই আত্মকথা
সংলগ্ন অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে এ-দেশে ও-দেশে বিশ্বময় মননে জীবনে,
আমাদের বসবাস সেই শিবনেত্রের যজ্ঞের নিত্যতায়;

BANGLADARSHAN.COM

অথচ আমরাই ভুলি নদীর অমোঘ আত্মীয়তা দেশে কালে
চৈতন্যের গভীর প্রবাহে, ভিতরে বাহিরে জীবনে-জীবনে, দেহে মনে,
ভুলে যাই লোভে-লোভে, বড় লোভে, বাজারের ছোট-ছোট লোভে,
প্রতিদিন, মাসে-মাসে, ঋতুতে-ঋতুতে বছর-বছর
তারপরে দুঃখের বর্ষায় আর্তনাদে রাগে কিংবা বাস্তবিক প্রায়শ্চিত্তে
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কালকের, ও-মাসের মকর- বা চৈত্রসংক্রান্তির,
আর-বছরের কিংবা আরেক যুগের।
অথচ সে একই নদীতে আত্মদান দু-বার সম্ভব নয়,
যে-ঘাটে সময়ে অবগাহন হয়নি, সে-ঘাট অতীতে;
যতই না ভাবো তুমি শক্তিধর, শক্তির সাধক অথবা সৈনিক
প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যেই, নদীস্রোত ফেরানো যায় না আর;
আবার নূতন ঘাট গ'ড়ে তবে মুক্তিস্নান নিত্যের নদীতে,
আত্মদান নদীতে নদীর তত্ত্বে বর্তমানে; নিজের শক্তিতে
অর্থাৎ শক্তির লোভী, তত্ত্বে নয়, কারণ নিজের তত্ত্ব
যন্ত্রের গৌরবে যন্ত্রবৎ, শক্তিই সর্বদা যন্ত্রবৎ, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়,
গতিহীন, ভবিষ্যৎহীন, নদীর তরল স্রোতে ত্রিকালের ক্ষুরধার চলিষ্ণু দর্পণে।
BANGLADARSHAN.COM
আনি, আনো নদীর দুর্গম গভীরতা, সজীব জঙ্গল
প্রাকৃতিক মানবিক নিয়মে নিষ্ঠায় লক্ষ্যভেদী, চোখ কান হৃদয়ের
যন্ত্রণায়-যন্ত্রণায় সমুত্তীর্ণ, সমস্ত অহং-দীর্ণ জ্ঞানে কর্মে ধ্যানে
প্রেমের বিনয়ে দেশে গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে জীবনে মননে
একক ও অনেকের সম্মিলিত হৃদয়ের স্পন্দনে-স্পন্দনে
যেখানে আপন পর দুই তীরে আলিঙ্গনে এক নদী।
নদীতেই মুক্তি পায় শিব সদাগর॥

(৩)

প্রাচীন পাথরপচা ঝুরুঝুরু মাটি, যার টানে
জল, রসাতলে যায় মুহূর্তেই। তবু কী বিস্ময়!
সুলভ দুর্লভ ফুলে ফলে, বন্ধু, তোমার বাগানে
প্রকৃতির জয়গানে গন্ধে রঙে মানবিক জয়!

যেমন প্রাচীন এই দম্পতিকে দেখি আর ভাবি,
জৈবিক এষণা জানি জীবজন্তু সকলেই মানে,

কিন্তু সে তো নিয়ন্তিত, দৈবের সে নির্মনন দাবি,
মৌলিক মস্তির ক্লান্তি মানুষেরই ঐতিহ্যে স্বজ্ঞানে

আনন্দে কৌলিন্য পায় স্বহস্তে রচিত ঘরে-ঘরে।
অবাক! তাই তো ভাবি জীর্ণ মাটি এ-দেশ প্রাচীন,
গলিত সমাজ, গ্লানি জীবনের প্রতিটি কাঁকরে।
তবু নৈরাশ্যের মর্মে মানবিক প্রত্যয়ে স্বাধীন
গ'ড়ে যায় উদ্যান মন্দির পরিশ্রমী তেপান্তর।
কিবা কল্কি যুগে, কিবা সত্য যুগে অথবা দ্বাপরে
স্থপতিরা ভাস্করেরা প্রতিবাদে সর্বদা হাঘরে॥

(৪)

কোথায় হারাবে বলো? যে-হিমশিখরে
হৃদয়ের বসবাস, সেখানে তোমার
কোনোদিনই যাতায়াত ঘটবে না, সে-ঘরে
একান্ত আপনজন শুধু বন্ধুজন
থাকে—কিংবা যায় আসে, আবিশ্বমৈত্রীতে আসে আকাশগঙ্গায়
শ্রীমতী বা সুহৃদ সুজন,
যারা মনোময় নীল হাওয়া পান করে
সভ্যতার অমর তিয়াষে, সেখানে তোমার
ঠাঁই নেই; সে-আকাশে, ব্যক্তি-মুক্ত অবিচল সচেতন
স্বচ্ছ স্রোতে, সচ্ছল আকাশে—সত্যে-সত্যে তার
স্বরূপের নিত্যচর্চা। সেখানে তোমার হার।

যে হও সে হও তুমি, আজ তুমি হেরে গেলে।
শুনি বটে তোমার প্রতাপ বেতারে দৈনিকে,
মানি বটে হাহাকার, হিংস্র অভিমানে, আর সর্ব গর্ব ফেলে
মাঝে-মাঝে পাঁকের সমুদ্রে পাঁক হই এও সাধ যায়।
কিন্তু তবু যত অন্ধকার হানো ইংরেজিতে হিন্দিতে চৈনিকে
অথবা বাংলায় সমস্ত কল্মষ রোগ ঝ'রে যায় মননের
সূর্যের দুর্গম লোকে, ঊর্ধ্ববায়ু যে-হিমশিখরে,
মহাবিশ্বে এমন কি গ্রহান্তরে, মননের দুর্ধর্ষ সুন্দরে

BANGLADARSHAN.COM

যেখানে বেঁধেছি বাসা আমরা, অনেক লোক,
দেশে-দেশে, অনেক শতাব্দী ব্যেপে
শিল্পে কাব্যে, জ্ঞানে কর্মে বোধিসত্ত্ব সৈনিকে-সৈনিকে
দেশে-দেশে দীর্ঘকাল, অনেক চৈতন্যে।
তাই গৌণ সব দুঃখ শোক
সব লজ্জা সব গ্লানি হেনেছ যা দিকে-দিকে
কিবা চীনে কিবা অন্যদেশে কিবা বাইরে বা ঘরে,
লোভে, রাগে হন্যে দিয়ে।
জানো কি তোমার সেখানেই প্রতিদিন হার॥

(৫)

কোনো কালে বন ছিল, আশেপাশে জনপদ
গ্রামীণ সংসার ছিল, আজ তেপান্তরে।
এ-দিকে ও-দিকে অনেক জ্বালানি গেছে, অনেক চালান,
নতুন শহরে, কলকারখানা, জনপথে বিজলীবাতিতে।
এখন এখানে মাটি ভাঙা ধসা, এখন পাথর
ধুলো হ'য়ে ঝ'রে যায় রৌদ্রে জলে, যে-রূপনারান
প্রথম জাগার দিনে তুলেছিল আদি প্রশ্ন সে আজ রাত্রিতে
অশ্রুহীন হাহাকার আর দিনে—এমন কি সাহারাও নয়।

একদা অরণ্য ছিল, সকলেই জানি,
দীর্ঘ ইতিহাসে গানে বাক্যে ও পুরাণে
অরণ্যের ছায়া আজও মনে দোলে মাটির শ্মশানে।
কিংবা ঠিক তা-ও নয়, কারণ এখানে আজও
প্রচ্ছন্ন গুঁড়িতে ডাল ওঠে মৃত্যু ফুঁড়ে, জীবনের গ্লানি
এখানে ওখানে দেখি কেটে যায়, পাতার আশ্চর্য প্রাণে
দগ্ধ লাল তেপান্তরে সবুজে, কোমলে, সরসে, চিক্কণে
এখানে ওখানে, থেকে-থেকে, এ-গাছে সে-গাছে।
আছে, প্রাণ আছে। প্রকৃতিকে মানুষ সহজে
পারে না নিশ্চিহ্ন করতে, যেমন ধনিক শুচিবায়ু
ভাবে তার ডিডিটিতে ফিনাইলে অন্য সকলের আয়ু
শেষ ক'রে নিরাপদ নিশ্বাসের খোঁজে

BANGLADARSHAN.COM

নিজের বীজাণু পালে, অথচ বিজ্ঞানী তার ত্রিকালজ্ঞ সুদূর বীক্ষণে,
অণোরণীয়ান্ তার পরম বীক্ষণে সহিষ্ণুর অন্য সত্য জানে।

মাঝে-মাঝে বট ওঠে, মুণ্ডকাটা নুলো ধড়ে অশ্বত্থের অমর বিস্তার
যেন এক জয়ধ্বনি শূন্যে-শূন্যে রটে, কোথাও বা আমের শিকড়ে
বউলের সম্ভাবনা মাৎ করে, কোথাও কাঁঠাল আনে
কোথাও মহুয়া পাতা ফেলে ফুল খুলে-খুলে আনে
ফাল্গুনের পোড়ামুখে গন্ধের বাহার,
পলাশ বিদ্যুৎ জ্বালে যৌবনের, শান হঠাৎ প্রস্তুতি পায়
কে বা জেতে কে বা হারে নতুন বরাতে
বাজি রাখে নতুন পাতায় যতই না কুড়ুলে করাতে
অরণ্যে প্রান্তর করো, মাটির গানেই আছে
মাটির প্রাণেই আছে প্রাণের নিস্তার।
তবে হ্যাঁ, প্রান্তর রুক্ষ; মাঝে-মাঝে একা, স্তব্ধ
গাছ ওঠে একক গৌরবে, অরণ্যের সামাজিকতার
সে-ঐশ্বর্য চিত্তে নেই, একা-একা, এখন নিঃশব্দ একার সৃষ্টির
অরণ্যের অনাগত গান করি। তুমিও তো গান করো মনের কথার
প্রাণের কথার, নদীর, বৃষ্টির॥

২৮ ফেব্রুআরি ১৯৬৩

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততি জন্মদিনে

যাঁকে চেনা মনের একটি জয়, মানবিক বড় অভিজ্ঞতা।
আশ্চর্য সে-মন, সর্বদিকে ব্যাপ্তি, শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে
সংগীতে; অথচ নিত্য জীবনসম্ভোগে, এমন কি জর্দা-পানে,
ধূমপানেও—কিংবা ধূমপান ছেড়ে! বয়স্কের মামুলি বিজ্ঞতা,
এ-জগতে প্রজ্ঞার যা বেশ, সেই যথোচিত ভারিক্কি মাহাত্ম্য,
সিদ্ধিপ্রাপ্ত বৃদ্ধ আত্মপ্রীতি নেই, নেই কিছু বর্জনের নীতি।
সকল বিষয় আর সর্বজীবে নির্বিশেষ সন্ন্যস্ত সম্প্রীতি,
প্রবল বাঙালী এই বিশ্বমানবের বক্ষে কেউ নয় ব্রাত্য।

জিজ্ঞাসার অন্ত নেই—দুর্গম শূন্যের তত্ত্বের তথা দৈনন্দিনে
সন্ধিৎসা প্রখর সদা, জানি না এ-অতিমস্তিষ্কের জটিলতা
কোথায় পেয়েছে তার আত্মভোলা নির্বিকার প্রসাদ সাত্ত্বিক।
অথচ হৃদয়বত্তা দুর্লভ নির্বোধে মূর্খে, সত্তা বেচে কিনে
যাদের প্রত্যহ যায়, তাই বিশ্বে কূট ঘৃণা, লুব্ধ দুঃশীলতা।

BANGLADARSHAN.COM

এ-জাতক শৈশবেই প্রতিভায় মহাপ্রাজ্ঞ, শতজন্মদিনে
জরা কেশাগ্রেই ক্ষান্ত; সপ্ততি শিশুর শতবর্ষ স্বাভাবিক॥

১০ ডিসেম্বর ১৯৬৩

এই দ্বন্দ্বে

এই দ্বৈতে অদ্বৈতও নেই।
আয়ু আর অন্তের অভেদে
বৃন্দাবনে অনন্ত মাথুর।

একই দেহে ক্ষিপ্র জিজীবিষা
হাসে কাঁদে, সন্নিপাতাতুর
আলিঙ্গন চুম্বনের তৃষা–
দুঁহু কোরে দুঁহুর বিচ্ছেদে,
স্নায়ুতে উদ্বায়ু হাহাকার–
ভাদ্রের ধারায় শমী জ্বলে।

এই দ্বন্দ্বে মতদ্বৈধ নেই
দিনে-দিনে বছরে-বছরে,
বস্তুত প্রতিটি পলে-পলে
অবিরাম কৃষ্ণের আদরে
গোরোচনা মল্লযুদ্ধ করে।

দেখি নিষ্পেষিত কৌতূহলে,
ভাবি ক্ষান্তি আসন্ন কি তার
চৈতন্যের যমুনোত্রী জলে?

ক্ষান্তিতে কি শান্তি পাবে আর?

৬ জানুআরি ১৯৬৪

BANGLADARSHAN.COM

তুমিই বুঝি পাথর

তাহ’লে তুমিই বুঝি পাথর?
তাই বুঝি বহু কারিগর
রচনার আনন্দে কাতর
রাজারানী কেটে কুঁদে গড়ে,
না কি সূর্যরতির মন্দির–
দেয়ালে-দেয়ালে জীবনের
ভাস্কর্যের ভাস্বর গম্ভীর
লাস্যময় প্রাণের প্রতিমা?
সৃজ্যমান ক্ষয়িষ্ণু মনের
মানবিক প্রাকৃত মহিমা
জীবনের গহন শিকড়ে
প্রাণ পায় লক্ষ হাত তুলে,
ভেঙে চুরে নিজ মর্ত্যসীমা
চোখ দেয় মৃত্যুর পুতুলে?

BANGLADARSHAN.COM

তাহ’লে কি তোমাকে ভাস্কর
বাটালিতে ক্ষয় হেনে-হেনে
বর্জনেই এনেছে অমরা?
মুমূর্ষার অচল মুহূর্ত
কৈলাসিত সাবেকি ইলোরা;

কিংবা নব্য মানসের মূর্ত
ব্রানকুসি বা মূরের রচনা?

তাই তুমি নশ্বর পাথর
কেটে ছেঁটে খসিয়ে ধসিয়ে
রৌদ্রে-জলে অনন্ত ব্যঞ্জনা
দিয়েছ কি? তুমিই ভাস্কর,
পলে-পলে মরণে রসিয়ে
জীবনের মরিয়া বন্দনা?

৭ জানুআরি ১৯৬৪

উত্তর

তখন জিজ্ঞাসা করি: কে তুমি? কে তুমি? দুই জনই
নিরুত্তর, চিরকালই নিরুত্তর এরা দুইজনে।
হয়তো জীবিত ব'লে। যেহেতু জীবনে এরা কেউ
ভাবেনি যে, সে কে আর ওই বা কে? স্বচ্ছন্দ নির্জনে
বোধহয় দেখেইনি মুখ পরস্পর, এরা নয় ধনী
বণিক বা শক্তিধর, কোথা সে সময় বা সুযোগ?
দেখেনি নিজেরই মুখ, প্রতিদিন বড়ই দুর্ভোগ।

সাহেব-পাড়ায় দেখি সাজানো বাগানে শ্যাম পীত
আমের বউল আজ শীতের বিদায়ে উন্মুখর।
এরা কিন্তু নিরুত্তর, আজীবন, আজও নিরুত্তর,
অথবা উত্তর দেয় কানে-কানে। কিন্তু সে-উত্তর
ডুবে যায়, কারণ শহরে গ্রামে হন্যে দেয় ফেউ।
তবু নাম পথে ভাসে, রাজপথে গলিতে দুস্তর,
কারণ এ-গাজি, আর ও-দক্ষিণরায়, আজ মৃত॥

জানুআরি ১৯৬৪

BANGLADARSHAN.COM

জানলা খুলি

পূর্বদিকে জানলা খুলি সকালে,
সন্ধ্যা ভাসে কলকাতার গঙ্গায়,
ঘুমের দেশে হৃদয় ঘুম খোঁজে
চৌরঙ্গির মুমূর্ষায় অন্ধ
অ্যাসফল্টে রাজধানীর বনগাঁয়
আকাশ নামে ভয়ে শরীর মেলে,

যানবাহন যখন প্রায় বন্ধ,
পথের লোক পথেই ঘর পাতে,
অনেক সাধ বাঁধানো-শানে ঢালে
গোটা অতীত অতীত দেশে ফেলে,
তখন হাঁটি—ঘুম কোথায় ঘুম?
ঘুমের কোথা মরণে মরসুম?

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্ন আজ নিশি-পাওয়ায় মাতে,
কলকাতাকে ভাসায় গঙ্গায়,
শ্মশান-হাওয়া ছড়ায় তার গন্ধ।
আমার ঘুম ক্লান্ত পদপাতে
ভাঙা-শানের হুঁচোটে চোখ বোজে,
ঘরেই ফেরে, জানলা খোলে সকালে,
মৃত্যু যাতে জীবন পায় সংজ্ঞায়॥

৯ জানুআরি ১৯৬৪

ভৈরবীর পত্রাবলীর পাঠোদ্ধার

(হপকিন্‌স অবলম্বনে)

মনস্বিনী, মর্ত্যহীন, সমান, সংবাদী; চৈত্যচ্ছদ, বিরাট, বিতত
সন্ধ্যা তীব্র হ'তে চায় কালের বিপুল, সর্বগর্ভ, সর্বগৃহ, সর্বশবাধার নিশা;
স্নেহার্ত পাণ্ডুর তার বিষাণপ্রদীপ অস্তে লগ্ন, তার মত্ত অন্তঃশূন্য শুভ্র
হিম-দীপ নভোলগ্ন, দিশা-
-হারা অপচয়ে, তার সায়ন্তন নক্ষত্রেরা, সামন্ত নক্ষত্রবৃন্দ আমাদের
শিয়রে সন্নত
অগ্নিমুখাঙ্কিত মহাকাশে। কারণ মর্ত্য যে তার সত্তাকে নিষ্ক্রান্ত করে,
তার বর্ণালি যে ক্ষান্ত হ'ল; গত-
-লক্ষ্য নিরুদ্দিষ্ট, ঝাঁকে-ঝাঁকে, পরস্পরে পরম্পরাহীন, আত্মমগ্ন
আত্মহন্তা অঞ্জিহিষা,
বিস্মরণে মতিচ্ছন্ন, সকলই এখন। হৃদয়, আমাকে ঘিরে ধরো, এ-বিভীষা
বাঁধো: আমাদের সন্ধ্যা শেষ; নিশা আমাদের করে ভূত–অভিভূত করে
নিশ্চিহ্ন, নির্গত।
শুধু তুণ্ডপত্রময় তরুশাখা যেন নাগবংশী ; লোহিত বুনটে কাটে, তন্তুজমসৃণ
নিষ্প্রাণ আলোক, কালো,
কালো আর কালো অন্তহীন। আমাদের উপকথা, হে দিব্য কথক। দাও
আহা দাও জীবনকে, জীর্ণ,
খুলে-খুলে দিতে তার জট, একদা বিচিত্র, পঞ্জীকৃত, সংরঞ্জিত স্নায়ু-রেখ
দুটি ভাগে ঘুরনের পাকে;
এখন সমস্ত-কিছু দুটি যুথ, দুটি জাতি–কালো, শাদা; জেনো মেনো
এই মাত্র; মন্দ, ভালো;
মাত্র দুটি; দুটি মাল আবিশ্ব আড়তে, যেখানে কেবলমাত্র এই দুটি
এ-ওর চাহিদা হাঁকে;
একই কলে, যেখানে স্ববদ্ধ, স্বব্যাবৃত, নিষ্কাশিত, নিরাশ্রয়, চিন্তার বিরুদ্ধে চিন্তা
আর্তনাদে নিষ্পেষিত, চূর্ণ দীর্ণ॥

১৭ জানুআরি ১৯৬৪

BANGLADARSHAN.COM

এরা জনা কয়

মানুষকে ভালোবাসে, বেশ জানি, এরা জনা কয়;
অসামান্যে অবিশ্বাসী, জানে যে মনের স্বাস্থ্য বাঁচে
সাধারণ্যে, প্রাত্যহিক গৃহস্থের আনাচে-কানাচে,
মনীষার স্বতঃস্ফূর্তি দ্বৈপায়ন গরিমায় নয়,
জানে যে চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব নিরাময়
বিশিষ্ট বিলাসে নয়; তৃণের বিনয় তাই যাচে
আপন বুদ্ধির পায়ে, তাই এরা প্রাদেশিক ধাঁচে
মননবিশ্বকে ঘিরে খোঁজে স্বাদেশিক বরাভয়।

কিন্তু এ-সমাজে, বঙ্গে শতরঙ্গে ভঙ্গুর সমাজে
সংবাদ-সরবরাহ রোজ জ্ঞানের গর্দানে দেয় কোপ;
বেতার বাজায় ঢাক, উপন্যাসও, কিংবা বায়োস্কোপ;
এমন কি থীসিস মারে কিংবা রম্যরচনাও সাজে
হয় ন্যাকা বিজ্ঞাপন নয় ঝুটা, এলেবেলে, বাজে;
সুন্দর-কুৎসিতে সত্যাসত্যে একই নির্বুদ্ধি আরোপ!
সে-ধূর্ত ক্লান্তিতে দেহ নিঃস্ব, মন রসাতলে লোপ।
তাই বেচারিয়া ভাবে ট্রামে, বাসে, আপিসে, অকাজে,
সময়হরণ-সংঘে কোথা দেশ, কোথা চেনা মুখ?

অথচ হৃদয়ে গান, সার্থক জনম এই দেশে,
বিশ্বাস অজেয়, মাগো, তাই দ্বীপগুলি একা ভেসে
শূন্য মোহানায় ঘোরে—যদি লবণাক্ত তীর ঘেঁষে
মেশানো মেলানো যায় পরস্পরে ছিন্ন দুঃখসুখ॥

২০ জানুআরি ১৯৬৪

BANGLADARSHAN.COM

ইয়েটস্‌কে, এলিঅটকে

Death seems to be a harsh victory of the species over
The definite individual and to contradict their unity:
—Economic & Philosophical Manuscripts

এ-দেশ বৃদ্ধের দেশ নয়;
সকলই বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রবিন্দু-চ্যুত,
শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা সারা বিশ্বে রাশ ভেঙে মাতে,
রক্তান্ধ অজ্ঞান বান বাঁধ ছেঁড়ে, এবং সর্বত্র
অনাঘ্রাত সারল্যের শুভ্র শুচি ব্রত ডুবে যায় এ-দেশে ও-দেশে;
শ্রেষ্ঠরা হারায় আস্থা আর নিকৃষ্টেরা মাধ্যাকর্ষহীন
যত্রতত্র আবেগে উড্ডীন লোভে আশঙ্কাতে।

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাওয়া, ছিল ভালো সেকালের রীতি।
আর আজ? অশীতি কি পঁচিশেই? বালকেরও পরদিন নেই?
বন আজ আণবিক, বন্য মাত্র, বন আজ নব্য নাগরিক।

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চাশেই উষ্ণ আয়ু, প্রেতসঙ্গী বাইশে বত্রিশে,
এমন কি অজাত বা সদ্যোজাত শিশু
অশীতির প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যায় জঠরে, জঙ্গলে;
কারণ জন্মেই মৃত্যু, এ-দেশে, এ-কালে—
চোরাই বাজার এ-কাল বৃদ্ধের কাল নয়।
দেহে আধি, মনে ব্যাধি, সর্বত্র শ্মশানবন্ধু দঙ্গলে-দঙ্গলে,
জীবন কারোই নয়, কেউ কারো নয়।
একা কে বা কার দেশ? কারো আশা নেই।

তবু এই দেশে আজও আমার প্রেতাত্মা শিহরায়,
শরীরের আয়নায়, হৃদয়েও প্রতিদিন!
কেন এই আকুলতা, অক্ষম জরার কেন জীবন্তের প্রীতি?
শুধু নিকৃষ্টেরা আজ অস্পষ্ট আবেগে বাজে আওয়াজের পূর্ণকুম্ভ।
এ-কালে শ্রেষ্ঠের ভাষা নেই।

আমি নই মহাজন, জীবন্তের বা মরণের পথে,
বাংলার বৃদ্ধ মাত্র, সর্বদাই অশীতির পথে,
অশান্ত অতীত আর ভবিষ্যৎ আদি-অন্তহীন॥

৩০ জানুআরি ১৯৬৪

BANGLADARSHAN.COM

শোনে না সে

একান্ত বন্ধুর কথা শোনে না সে।
তেপান্তরে তালদীঘি, সভ্যতায় নিস্তব্ধ সে, নিজের দৈনিক দুঃখ
বেঁধে রাখে পাড়ে-পাড়ে, পাঁচিলে-পাঁচিলে, বঞ্চিতের ব্যক্তিগত জ্বালা।
বিড়ম্বিত, থাকে চুপচাপ, একলা, যখন দশজন
ক্ষোভের প্রকাশে তীক্ষ্ণ, আন্তরিক, অশ্রুপাংশু, রাগে রুক্ষ;
আবার কেউ বা মুখে ভাষা পায় সাংবাদিকতায় ঢালা–
কিছু বা অসৎজন, অনেকেই সৎ, সবাই অভ্যাসে
রোয়াকে গলির মোড়ে বারান্দায় বৈঠকখানায়
রেডিওর তলায় কিংবা বায়োস্কোপ-বাড়ির লবিতে।

মানুষের সভ্যতা কি দিনে-দিনে গুহাহিত হৃদয়কে নিজেই হানায়,
মনীষা কি এ-কালে এ-দেশে তিলে-তিলে শ্বাসরুদ্ধ মনের মরণ?
কবে তার ব্যক্তিগত সংকোচের আত্মাপসারণ
জনারণ্যে মুক্তি পাবে, নাহ'লে যে মরুবাসী ভব্যতাই তার
হ'য়ে যাবে দগ্ধশমী আধির কারণ,
হ'য়ে যাবে নিঃসঙ্গের দেয়ালে নিষ্পিষ্ট মুখ, মৃত্যুর আহার।
আরো কতকাল যে সে বিশ্রামের নিরাশ সন্ধ্যায়
ছাতে কিংবা ময়দানের স্তব্ধ কোণে চুপিচুপি শূন্যতা জানায়
যেমন জানায় উন্মোচিত শিল্পীরা ছবিতে, কবিতায়।

কোথা বৃষ্টি ঝোড়ো হাওয়া শালীনের নৈঃসঙ্গ্যের দাঁতে-দাঁত
শূন্য প্রতীক্ষায়?
ঘৃণা নেই রাগ নেই, কে কোথায় কবে ভালোবাসে!
নৈর্ব্যক্তিক বাসাঘরে মূক সামুদ্রিক স্বপ্নে-স্বপ্নে পঞ্চমুখ বধির দীক্ষায়?

অভিন্নহৃদয় বন্ধু তাকে আমি ক'রে যাই প্রত্যহ বারণ।
শোনে না সে॥

২৪ জানুআরি ১৯৬৫

BANGLADARSHAN.COM

সত্যেন দত্ত যদি থাকতেন

উড়ে চ'লে গেছে বুলবুল,
খালি পিতলের পিঞ্জর।
পিতলকে হ'ত সোনা ভুল,
এমনই বিলেতি জৌলশ!

সে কবে ভেঙেছে জিঞ্জির
বাদশাহি দিন-রাত্রির!
কোথা সে নিলাজ পৌরুষ
বিদেশী সাগরযাত্রীর?

গঞ্জ কিংবা বন্দর
সাজে কি তখ্‌ত-ঈ-তাউসে?
তবু কেন হয় এই ভুল?
গুলবদনের অন্দর

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধ বধির খঞ্জের
বাণিজ্যে হ'ল চৌচির,
ছিন্নভিন্ন অন্তর,
দীর্ণ অস্থিপঞ্জর।

মালিনীরা সাজে মন্দের
কুটনী এবং বুলবুল
ম'রে গায় মন্বন্তর॥

১৭ আগস্ট ১৯৬৫

স্বদেশী কবিতা

(ইয়েট্‌স অবলম্বনে)

গলাবাজি অনেক করেছি যাতে শোনে বোকা ও বজ্জাত;
ছেড়েছি সে গৌড়ী রীতি এবং এখন
সে-নাটে ভূমিকাটাই চাই পালটাতে নিশ্চয়,
পেতে চাই যোগ্য শ্রোতা, কিন্তু করে না যে কর্ণপাত
দিব্যোন্মাদ আমার হৃদয়।

খুঁজেছি অনেক শ্রেষ্ঠদের সঙ্গ, কিন্তু তাঁরা প্রতিজনে
সভ্য ভব্য মহাজন, উদারতান্ত্রিক বচন-বাচনে
ঘৃণাকে বানিয়ে দেন এলেবেলে খেলা নয়ছয়,
যা বলেন যা করেন, অক্ষম তা কিছুই গ্রহণে
একাগ্র এ আমার হৃদয়।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলা থেকে আমাদের বিশ্বে আগমন,
প্রচণ্ড প্রকাণ্ড ঘৃণা, ক্ষুদ্র বাসস্থান,
আরম্ভেই আমাদের বিকলাঙ্গ করে বিপর্যয়।
মাতৃগর্ভ থেকে আমি করেছি বহন
একলব্য আমার হৃদয়॥

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

অনেক ঠেকে

অনেক ঠেকে শিখেছে সে, সমুদ্রকে ডরায়;
বালুকাবেলা যখন হাসে সাগরজলে শুভ্র,
তাই দেখে সে মুগ্ধ। যখন ঊর্মিমালা ছড়ায়
স্বর্ণতটে শরীর মেলে, হৃদয় চায় মাততে
ঢেউয়েরই মতো, হৃদয় তারও ইন্দ্রধনু অভ্রে
দু-চোখে জ্বলে হীরার ধারে বভ্রুকেশ রৌদ্র।

সমুদ্র সে ডরায় সাধে, জানে, অতল না-ই হোক,
তলায় আছে ভরাডুবি বা বহু ভয়াল জন্তু,
শ্বাসরোধের অপঘাতের নানা সম্ভাবনা।
তাই সে বুক পাততে ডরায় আদিম সমুদ্রে,
সে জানে তাতে অনেক জ্বালা, হ'তেও পারে শোক।
তীরের নিরাপত্তা দেখে সেইখানেই সে ক্ষান্ত।

BANGLADARSHAN.COM

দেখেই খুশি, দন্তরুচি কথার ফাঁকে হঠাৎ
কিংবা হঠাৎ পাঁচ আঙুলে দেয়ালি-জ্বালা দু-হাত
খোঁপায় তুলে সাজায় উড়ো আলগোছানো অলক
কিংবা আড়চোখে আপন অধর এক ঝলকে
যাচিয়ে নেয়, তাকায় এক মরমে-পশা পলকে
চরম অন্তরঙ্গতাতে, ডোবাতে চায় ত্বরায়।

তাই তো এই বিজ্ঞ ভীরু সমুদ্রকে ডরায়,
যেহেতু মন শেষ অবধি কেউই জানব না,
সুতরাং হও খুশিই যদি আঁচলটুকু ঝরায়।
কারণ জলে নোঙর নেই, প্রায়শ সরে চড়ায়॥

২৫ নভেম্বর ১৯৬৫

॥সমাপ্ত॥